দামুড়হুদায় খেজুর গাছ পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন গাছিরা

শীতের আগমনী বার্তার সঙ্গে সঙ্গে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় শুরু হয়েছে খেজুর গাছ পরিচর্যার কাজ। নিপুণ হাতে গাছের পরিচর্যা ও চাঁচাছোলায় ব্যস্ত সময় পার করছেন বিভিন্ন গ্রামের গাছিরা। কয়েক দিনের মধ্যেই শুরু হবে রস সংগ্রহ। এরপর সেই রস থেকে তৈরি হবে সুস্বাদু গুড় ও পাটালি।

ছয় ঋতুর দেশ বাংলাদেশে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে প্রকৃতিতে আসে নানা বৈচিত্র্য। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলেও বইতে শুরু করেছে শীতের আগমনী বার্তা। শিশিরভেজা ঘাস আর হালকা কুয়াশার মধ্য দিয়ে শীতের প্রস্তুতি নিচ্ছে প্রকৃতি। গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী খেজুর গাছগুলোকে রস সংগ্রহের উপযোগী করে তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন গাছিরা।

ইতিমধ্যে উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের গাছিরা হাতে দা, কোমরে দড়ি নিয়ে খেজুর গাছের পরিচর্যা ও চাঁচাছোলার কাজ শুরু করেছেন। শীতের সকালে খেজুরের তাজা রস, সেই রসের গুড়ের সুবাস, পিঠা ও পায়েস গ্রামবাংলার চিরচেনা ঐতিহ্য। কয়েক দিনের মধ্যেই শুরু হবে রস সংগ্রহ। পরে সেই রস জ্বাল দিয়ে তৈরি করা হবে গুড় ও পাটালি। চুয়াডাঙ্গার খেজুরের রস ও গুড়ের সুনাম রয়েছে দেশজুড়ে।

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের তারিনিপুর গ্রামের গাছি জসিম উদ্দিনকে গ্রামের রাস্তার পাশে খেজুর গাছ পরিচর্যা করতে দেখা যায়। কোমরে মোটা দড়ি বেঁধে ও হাতে কাঁচি নিয়ে তিনি গাছ প্রস্তুতের কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

এ বছর কতটি খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করবেন, জানতে চাইলে জসিম উদ্দিন বলেন, তাঁর নিজের ৭০টি গাছ রয়েছে। এ ছাড়া অন্যের কাছ থেকে আরও ৯০টি গাছ নিয়েছেন। সব মিলিয়ে এ বছর ১৬০টি গাছ থেকে রস সংগ্রহ করবেন তিনি।

জসিম উদ্দিন জানান, গাছ পরিচর্যার কাজ প্রায় শেষের দিকে। অন্যের কাছ থেকে নেওয়া ৯০টি গাছের জন্য প্রতিটি গাছের বিপরীতে এক কেজি

দামুড়হুদায় খেজুর গাছের পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন গাছিরা

পারদর্শী গাছিদের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে খেজুর গাছের পরিচর্যা। চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের গাছিরা এখন খেজুর গাছ পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন।

বৈচিত্র্যময় ছয় ঋতুর দেশ আমাদের বাংলাদেশ। প্রতিটি ঋতুরই রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এ ঋতু বৈচিত্র্যের ধারাবাহিকতায় রাতের শেষে এখন জানান দিচ্ছে শীতের আগমন। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রকৃতিতে বইতে শুরু করেছে শীতের আগমনী বার্তা। শিশিরভেজা ঘাস আর হালকা কুয়াশায় প্রকৃতি সেজেছে অনিন্দ্য সুন্দর রূপে।

এই সময়টায় বাংলার ঐতিহ্যবাহী খেজুর গাছগুলোকে নতুন করে সাজিয়ে তোলার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত গাছিরা। গাছ থেকে মিষ্টি রস আহরণের লক্ষ্যে চলছে পরিচর্যা ও ঝুড়ার কাজ।

ইতিমধ্যেই উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের গাছিরা হাতে দা, কোমরে দড়ি বেঁধে গাছ চাঁচাছোলার কাজে নেমেছেন। শীত মানেই গ্রামীণ জনপদের মানুষের মাঝে খেজুর রস ও তার তৈরি গুড়ের মৌ মৌ গন্ধ। শীতের সকালে খেজুরের তাজা রসের স্বাদ যেন অনন্য তৃপ্তি এনে দেয়। পাড়া- মহল্লায় এখনই চলছে রস দিয়ে পিঠা-পায়েস তৈরির প্রস্তুতি। আর ক’দিন পরই শুরু হবে রস সংগ্রহ, এরপর পাটালি ও গুড় তৈরির পর্ব। চুয়াডাঙ্গার রস ও গুড়ের সুনাম দেশের সর্বত্রই রয়েছে।

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের তারিনীপুর গ্রামের গাছি জসিম উদ্দিন রাস্তার পাশে কোমরে মোটা দড়ি, হাতে কাঁচি নিয়ে খেজুর গাছ ঝুড়ার কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন। তিনি জানান, আমার নিজস্ব ৫০টি এবং অন্যের কাছ থেকে নেওয়া ৭০টি, মোট ১২০টি গাছ থেকে এবছর রস সংগ্রহ করা হবে।

তিনি আরও বলেন, অন্যের কাছ থেকে নেওয়া ৭০টি গাছের জন্য প্রতিটি

গাছের বিনিময়ে ১ কেজি করে মোট ৭০ কেজি গুড় দিতে হবে।
একই গ্রামের গাছি জিয়ারুল হক বলেন, আমার ৯০টি খেজুর গাছ রয়েছে। গাছিরা এবার মজুরি নিচ্ছে প্রতি গাছে এক হাজার টাকা করে। তাই খরচ বাঁচাতে আমি নিজেই গাছ চাঁচাছোলার কাজ করছি।

হেমন্তের শুরুতেই দামুড়হুদা উপজেলার ঐতিহ্যবাহী গুড়ের হাট জয়রামপুর স্টেশন বাজার, সরোজগঞ্জ বাজারসহ বিভিন্ন স্থানে গাছিরা তাদের তৈরি গুড় বিক্রির প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এসব হাট থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পাইকাররা ট্রাক ও আলমসাধুর মাধ্যমে গুড় সংগ্রহ করে নিয়ে যান।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা কার্যালয়ের তথ্যমতে, জেলার চারটি উপজেলায় মোট ২ লাখ ৪৮ হাজার ৯৬০টি খেজুর গাছ রয়েছে। এর মধ্যে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় ৯৩ হাজার ৪৫০টি, আলমডাঙ্গায় ৩৫ হাজার ৩১০টি, দামুড়হুদায় ৮৩ হাজার ও জীবননগরে ৩৬ হাজার ৫০০টি খেজুর গাছ রয়েছে।

জেলায় এ বছর ২ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন গুড় উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা অর্জনে কর্মকর্তারা আশাবাদী।
যশোর অঞ্চলের টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মনিটরিং ও মূল্যায়ন কর্মকর্তা মো. মাসুম আব্দুল্লাহ বলেন, গাছিদের গাছ কাটার কাজটি একটি শিল্প। শীত মৌসুম এলেই দক্ষ গাছিদের কদর বেড়ে যায়। খেজুরের রস ও গুড়ের ঐতিহ্য ধরে রাখতে গাছ রক্ষা ও নতুন করে রোপণের উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে পরিকল্পিতভাবে খেজুর গাছ রোপণ ও সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এই গাছ অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দেশি চারার পাশাপাশি বিদেশি জাতের চারাও লাগানো যেতে পারে, তবে ঐতিহ্য ধরে রাখতে দেশি গাছ সংরক্ষণে জোর দিতে হবে।

দামুড়হুদায় খেজুর গাছ

পরিচর্যায় ব্যস্ত গাছিরা

দামুড়হুদায় শীতের মৌসুম শুরু হতে না হতেই আবহমান গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্য খেজুরের রস আহরণে প্রতিটি গ্রামে গাছিরা গাছ প্রস্তত করতে শুরু করেছেন। যারা খেজুরের রস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে গাছ কাটায় পারদর্শী স্থানীয় ভাষায় তাদেরকে ‘গাছি’ বলা হয়।

আজ মঙ্গলবার সকালে দর্শনা- লোকনাথপুর সড়কের ধারে ও মাঠের খেজুর বাগানে এ গাছিরা হাতে দা নিয়ে ও কোমরে দড়ি বেঁধে নিপুণ হাতে গাছ চাঁচা-ছোলার কাজ শুরু করেছে।

শীত মৌসুম এলেই দামুড়হুদা উপজেলায় সর্বত্র শীত উদযাপনের নতুন আয়োজন শুরু হয়। খেজুরের রস আহরণ ও গুড় তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এ এলাকার গাছিরা। তাদের মুখে ফুটে ওঠে রসালো হাসি। শীতের দিন মানেই গ্রামাঞ্চলে খেজুর রস ও নলেন গুড়ের ম-ম গন্ধ।

শীতের সকালে খেজুরের তাজা রস যে কতটা তৃপ্তিকর তা বলে বোঝানো যায় না। আর খেজুর রসের পিঠা এবং পায়েস তো খুবই মজাদার। এ কারণে শীত মৌসুমের শুরুতেই গ্রামাঞ্চলে খেজুর রসের ক্ষীর, পায়েস ও পিঠে খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। প্রতিদিনই কোনো না কোনো বাড়িতে খেজুর রসের তৈরি খাদ্যের আয়োজন চলে। শীতের সকালে বাড়ির উঠানে বসে সূর্যের তাপ নিতে নিতে খেজুরের মিষ্টি রস যে পান করেছে, তার স্বাদ কোনো দিন সে ভুলতে পারবে না। শুধু খেজুরের রসই নয় এর থেকে তৈরি হয় সুস্বাদু পাটালি, গুড়।

খেজুর গুড় বাঙালির সংস্কৃতির একটা অঙ্গ। নলেন গুড় ছাড়া আমাদের শীতকালীন উৎসব ভাবাই যায় না।দামুড়হুদা উপজেলার তারিনীপুর গ্রামের গাছি তোফাজ্জেল হোসেন ও লোকনাথপুর গ্রামের সালাম জানান, আর মাত্র কয়েক দিন পরই গাছ থেকে রস সংগ্রহ করা হবে। রস থেকে গুড় তৈরির পর্ব শুরু হয়ে চলবে প্রায় মাঘ ফালগুন মাস পর্যন্ত। হেমন্তের প্রথমে বাজারগুলোতে উঠতে শুরু করবে সুস্বাদু খেজুরের পাটালি ও গুড়। অবহেলায় বেড়ে ওঠা খেজুর গাছের কদর এখন অনেক বেশি। এছাড়া খেজুর গাছের রস হতে উৎপাদিত গুড় দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে বলে জানান তারা।

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজামান জানান, দামুড়হুদায় প্রচুর পরিমাণ খেজুর গাছ আছে। গাছিরা খেজুর রস সংগ্রহ করে বিভিন্ন ধরনের পিঠা ও পাটালি, গুড় তৈরি করে নিকটস্থ বাজারে

বিক্রি করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়। বর্তমানে খেজুরের গুড়ের চাহিদা বেশী যার কারণে গাছিরা এদিকে যেমন লাভবান হচ্ছে ঠিক তেমনি আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল হচ্ছে।